R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

ভোটার তালিকা থেকে প্রধানের বিদেশিনী স্ত্রীর নাম বাদ

বিশেষ প্রতিনিধি : সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন অঞ্চল প্রধানের অভিযোগক্রমে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধানের বিদেশিনী স্ত্রীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরে প্রকাশ, প্রাক্তন প্রধান ডাঃ বদরুল হক এ্যাসিসষ্ট্যান্ট ইলেকটোরাল রেজিষ্ট্রেশন অফিসার সাগরদীঘির বিডিওর কাছে ৭ নং ফরমে বর্তমান প্রধান মহঃ বদরুদ্দোজার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, বদরুদ্দোজা দম্পতি বাঙলাদেশের নাগরিক ; অতএব বিদেশী। কাজেই ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ যাওয়া উচিত। ডাঃ হকের এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও অফিসে শুনানী হয় এবং প্রকাশ পায় যে, মহঃ বদরুদ্দোজা একজন ভারতীয় নাগরিক। মাঝে কয়েক বৎসর তিনি বাঙলাদেশে অতিবাহিত করেন। অভিযোগকারী যখন অঞ্চল প্রধান ছিলেন তখন মহঃ বদরুদ্দোজাকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তিনিই সারটিফিকেট দিয়েছিলেন। তাই অভিযোগকারীর অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিন্তু মহঃ বদরুদ্দোজার স্ত্রী মাহমুদা বেগম একজন বিদেশিনী, বাঙলাদেশের নাগরিক। তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য কোন আবেদন না করায় তাঁর নামটি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি এই সংবাদদাতার কাছে ওই সংবাদের সত্যতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন এখনও সময় আছে। মাহমুদা বেগম আবেদন করলে ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং ভোটাধিকার দুইই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মজদুরসহ সাংবাদিক গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান, ২৫ নভেম্বর—গতকাল স্থানীয় মালবাহী কুলি-মজদুর সংগঠন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালালে ব্যবসায়ীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর চক্রান্তে সামসেরগঞ্জ পুলিশ একজন সাংবাদিকসহ ২৮ জন মজদুরকে গ্রেপ্তার করে বলে ধুলিয়ানের 'দ্য রিপোরটার ক্লাব' সম্পাদক এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থলে প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় কুলি-মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করা হয় এবং 'মিথ্যে মামলা' প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার দিন সকালে চালবোঝাই একটি লরি শহরে এলে কুলি-মজদুররা বস্তাপিছু বহাই মজুরি ৬০

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুরে জেলাভিত্তিক ভলিবল কোচিং ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে ৩ ডিসেম্বর থেকে জেলাওয়ারি ভলিবল কোচিং ক্যাম্প শুরু হচ্ছে। এন আই এস কোচ আসছেন বারাসত থেকে। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়েছেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তী। প্রসঙ্গতঃ তিনি জানিয়েছেন, ব্লকভিত্তিক গ্রামীণ খেলাধুলার উদ্দেশ্যে মহকুমার ব্লকগুলির জন্য ১০০ টাকা করে এবং মহকুমার জন্য ৩০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রস্তুতির জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জঙ্গিপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত 'পাওয়ার লীগ' ফুটবল ফাইনাল 'লোডশেডিং জামা' গায়ে রেফারী ও ফুলপ্যান্ট-শারট পরা লাইনসম্যানের পরিচালনায় ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে এস ডি ও কোরট ময়দানে। খেলায় অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাব ২—০ গোলে বন্ধু সমিতিকে পরাজিত করে। গৌতম বর্মণ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

সুতীর গ্রামে ডাকাতি

অরঙ্গাবাদ, ২৭ নভেম্বর—২০ নভেম্বর সুতী থানার মহাতবপুর ডাকাতি মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ৮ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে। এ খবর দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ওই দিন রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত মহাতবপুরের ফজলুল হকের বাড়ীতে ঢুকে সাকুল্যে দশ হাজার টাকা লুঠ করে। তাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় ইউনুস সেখ নামে একজন গ্রামবাসী আহত হন।

চার রেলডাকাত ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি কামরূপ একসপ্রেসে ডাকাতির অভিযোগে আজিমগঞ্জ রেলপুলিশ রঘুনাথগঞ্জ থানার বিজয়পুর গ্রাম থেকে আরো তিনজন রেলডাকাতকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাছ থেকে একটি ঘড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। ১১ নভেম্বর ভোররাতে ধুলিয়ান গঙ্গা ও নিউ ফরাক্কা জংশন ষ্টেশনের মাঝে এই ডাকাতি সংঘটিত হয়। পরদিন ফরাক্কা থানার তিলডাঙ্গা থেকে আবদুল কুদদুস নামে একজন রেলডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

আরো ডাকঘর

নিজস্ব সংবাদদাতা : অকটোবর মাসের শেষের দিকে সুতীর সাদিকপুর ও অজগরপাড়ায় এবং সামসেরগঞ্জের চাচণ্ড গ্রামে একটি করে শাখা ডাকঘর খোলা হয়েছে। সাগরদীঘির বয়াড এবং সুতীর আলমপুরে আরো দুটি শাখা ডাকঘর খোলা হবে বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও রঘুনাথগঞ্জের গিরিয়া ও ঘোড়শালা এবং ফরাক্কার অর্জ্জুনপুর ব্রাঞ্চ পোষ্টাপিসগুলিকে সাব পোষ্টাপিসে উন্নীত করার এবং ১১টি নতুন শাখা ডাকঘর স্থাপনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে বিভাগীয় সূত্র থেকে জানানো হয়েছে।

বল্লালপুরে সেতু

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৮ নভেম্বর—ফরাক্কা থানার বল্লালপুরে ফীডার ক্যানেলের ওপর ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু তৈরী করা হবে। দরপত্র আহ্বানের কাজ শেষ হয়েছে। খুব শিগ্গির কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেতুটি তৈরী হবে ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজে পারাপারের সুবিধার জন্য।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আবার গঙ্গাভাঙন

জঙ্গিপুর ২৮ নভেম্বর—গঙ্গা বা পদ্মা নদীর জল মরার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষকাল ধরে আবার ভাঙন শুরু হয়েছে। নতুন করে এই ভাঙনের ফলে রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরি কুতুবপুর ও চক কুতুবপুর মৌজার শতাধিক একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ওই সমস্ত জমিতে তিল, কলাই প্রভৃতি ফসল বোনা হয়েছিল। চাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। বর্তমান ভাঙন অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে কুতুবপুর ও তেঘরি গ্রাম এবং জঙ্গিপুর-লালগোলা সড়ক বিপন্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬।

ছিনতাই জাতীয় সড়কে

'নন্দলাল' কবিতার নন্দ বাড়ির বাহির হইত না, কেন না 'হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়িচাপা পড়া ভয়'। আবার ফি-সন নৌকাডুবি ও রেলে কলিশন হওয়ায় নন্দ কোথাও যাইতে পারিত না বলিয়া তাহাকে শুইয়া শুইয়া কষ্টেই বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু 'নন্দলাল'-এর কবি কি তখন ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার ওই ব্যঙ্গোক্তিগুলি মর্মান্তিকভাবে বাস্তব সত্যে প্রযুক্ত হইবে কোন দিন? নন্দর মত শুইয়া থাকিবার ভাগ্য লইয়া কেহ আসে নাই যুগধর্মের তাড়নায়। কিন্তু পথভীতি আজ অন্যরূপ লইয়াছে। নৌকাডুবি, রেল দুর্ঘটনা (যদিও ইহা ঘন ঘন হইতেছে) —এর দরুণ পথচলার ভীতি বড় হইয়া ঠেকে না। কিন্তু লরি, বাস প্রভৃতি ছিনতাই, ট্রেনে ছিনতাই ডাকাতি— আজ প্রত্যেককে শঙ্কায় ফেলিয়াছে।

এই মহকুমার ৩৪নং জাতীয় সড়কে গত চার মাসে চারটি লরি ছিনতাই 'হইয়া' গিয়াছে। ইহার ফলে মাল পরিবহণ আজ সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে, লরিমালিকেরাও ভীত হইতেছেন। ৩৪নং জাতীয় সড়ক দিয়া দিবারাত্র অসংখ্য মালবোঝাই গাড়ী চলাচল করে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের যোগসূত্র বজায় রাখার ব্যাপারে এই সড়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথের চেয়ে সড়কপথে পণ্য পরিবহণ দ্রুত হয়; তাই সময়ের সাশ্রয় হয়। কিন্তু লরির কোন নিরাপত্তা না থাকিলে এইভাবে পণ্যের দ্রুত পরিবহণ বিঘ্নিত হইবে এবং জিনিসের অভাবে জনসাধারণের দুর্গতির শেষ থাকিবে না।

প্রকাশ, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার শ্রীসুলতান সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে পলসণ্ডা হইতে ফরাক্কা পর্যন্ত ৩৪নং জাতীয় সড়কে দূরপাল্লার বাসে ছিনতাই হইতে পারে। তাই তিনি নাকি দূরপাল্লার বাস কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারী দিয়া বাস যাতায়াতের সময়ের পরিবর্তন করিতে বলিয়াছেন।

লরি ছিনতাই একদিকে, অন্যদিকে বাসের উপর ছিনতাই! মানুষ আজ কোথায় দাঁড়াইবে? মাল চলাচল বন্ধ হউক; লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হউক! নিরাপত্তার জন্য সবই বন্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রশাসন ব্যবস্থা বলিয়া কিছু নাই ধরিতে হইবে? জনজীবন এইরূপে বিঘ্নিত হইবে এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে, আর তাহার প্রতিকার কি বাসের সময় পরিবর্তনে হইয়া যাইবে? ছিনতাইকারী দুর্বৃত্তদের স্পর্ধা কি এমনই অভ্রংলিহ হইয়াছে যে, প্রশাসনকে এইরূপ চিন্তা করিতে হইতেছে? বাসের সময় পরিবর্ত্তন বলিতে কী বুঝায়? রাত্রিকালের বাস দিনে চলিবে, অথবা দিনের বাস রাত্রিতে? তাহা করিলেই দুর্বৃত্তের দল নিরস্ত হইবে এ কথা 'স্বপ্নো নু মায়া নু'।

উল্লেখিত সড়কের অংশ বিশেষে সশস্ত্র রক্ষীদের মোতায়েন রাখা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। লরিগুলিকে এক একটি দলে বদ্ধ হইয়া যাইতে হইবে এবং প্রত্যেক দলকে কয়েকজন করিয়া সশস্ত্র রক্ষী এক ষ্টেশন হইতে আর এক ষ্টেশন আপ-ডাউন লইয়া যাইবেন। ইহা ছাড়াও সশস্ত্র রক্ষী বাহিনীকে বিশেষ গাড়ীতে সড়ক টহল দিতে হইবে। জাতীয় সড়কের উল্লেখিত অংশকে অবশ্যই রাহুমুক্ত করিতে হইবে।

বর্ধিষ্ণু গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু হৃদয় : সাগরদীঘি

সত্যনারায়ণ ভকত

পালবংশীয় ত্রয়োদশ রাজা মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করার পর সমগ্র পাল রাজ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। দিব্যক উত্তরবঙ্গের প্রজাদের অধিনায়ক হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাই মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল পরিবার-পরিজন, কুলপুরোহিত ও অনুগামী প্রজাদের নিয়ে রাঢ়দেশের চন্দনবাটীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য ছেড়ে যাত্রা আরম্ভ করেন। পথিমধ্যে চতুর্দোলার পর্দা সরিয়ে রাজমহিষী মাণমালা প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন। এক ব্রাহ্মণ যুবক গাছ থেকে অনামান্যা রূপ ও লাবণ্যময়ী মাণমালাকে দেখে তাঁর রূপে বিভোর হয়ে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। চন্দনবাটীতে রাজধানী স্থানান্তরের মুহূর্তে ব্রহ্ম হত্যার অশুভ বার্তা শুনে সকলেই হতচকিত হয়ে পড়েন। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কুলগুরুর কাছে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তির জন্য বিধান প্রার্থনা করলে তিনি নির্দেশ দেন : মহারাণীর অতুলনীয় রূপলাবণ্যই এই পাপের কারণ। অতএব দেশের অসংখ্য প্রজাবর্গের হোমানলের মধ্য দিয়ে তাঁকে পদব্রজে ব্রাহ্মণ যুবকের মৃত্যুস্থান থেকে রাজধানীর দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে। যতক্ষণ না মহারাণীর চলচ্ছক্তি রহিত হয়, ততক্ষণ তাঁকে খালি পায়ে পথ চলতে হবে। যেখানে তাঁর যাত্রা শেষ হবে, সেখান পর্যন্ত মহারাজ দেশবাসীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটি দীঘি খনন করবেন। তবেই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মহারাণী মুক্তিলাভ করবেন।

কুলগুরুর বিধান মেনে নিয়ে মহারাণী খালি পায়ে যত দূর হাঁটতে পেরেছিলেন, রাজা দ্বিতীয় মহীপাল ততদূর পর্যন্ত দীঘি খনন করেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় দীঘিতে জল ওঠা নিয়ে। খনন করার পর দীঘিতে জল না ওঠায় মহারাজ, মহারাণী এবং প্রজাবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কুলদেবতার কাছে বহু প্রার্থনার পর মহারাণী স্বপ্নাদেশ পান বিষ্ণুভক্ত সাগর কুমোরের আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে দীঘি জলে পরিপূর্ণ হবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাগর কুমোরের সন্ধান পেয়ে রাজা ও রাণী হাতজোড় করে এসে দাঁড়ান তাঁর সামনে। সমস্ত শুনে সাগর কুমোর দেশ ও দশের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতে রাজী হন। মহারাজ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন সাগর কুমোরের নামেই দীঘির নাম রাখা হবে। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী দীঘির কেন্দ্রস্থলে একটি মঠ নির্মাণ করা হয়। সাগর কুমোর একটি কোদাল নিয়ে গিয়ে সেই মঠে প্রবেশ করেন এবং মাটিতে কোপ মারেন। সঙ্গে সঙ্গে দীঘি কানায় কানায় ভরে ওঠে। সাগর কুমোরের আত্মবিসর্জনকে কেন্দ্র করে দু লাইনের একটি ছড়া শোনা যায়।

নাচে রে সাগরা কুমার।
বিন করিতে দীঘি আমার।

দীঘি সম্পর্কে একাদশ শতাব্দীর এই কিংবদন্তী এখনও প্রচলিত আছে। কথিত আছে রাজা দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দীঘির নাম রাখেন সাগরদীঘি। রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকাল ছিল ১০৭০—১০৭৫ খৃষ্টাব্দ অবধি। পরবর্তীকালে এই বিংশ শতাব্দীতে দীঘির পাড় থেকে একটি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়। সেই প্রস্তরফলকের ওপর উৎকীর্ণ আছে এই শ্লোক :

শাকে সপ্তদশা দিকে
ক্রতে সাগদীঘিকে।
পালবংশং কৃতং খাতঃ
ব্রহ্মাহা মুক্তিহেতুনাং॥
বর্বরা দশসহস্রাণি
শতসহস্রাণি ইষ্টকাঃ
শত লক্ষানি খাদকাঃ
তৃণকাষ্ঠ দ্বয়ং দ্বয়ং॥

একাদশ শতাব্দীর সপ্তদশ দশকে যে উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘি খনন করা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোকে তার কতখানি মূল্য আছে জানি না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই দীঘির চারিদিকে যে বসতি গড়ে উঠেছে, মূলতঃ তা এই দীঘিকে কেন্দ্র করেই। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি এখন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আর যার নামে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামের নাম, সেই সাগরদীঘির হৃদয় আজ ক্ষয়িষ্ণু। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অযত্নে আর অবহেলায় দীঘিটি মজে গিয়েছে। পাড় বেদখল হতে হতে দীঘিটি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে। বর্ধিষ্ণু গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু হৃদয় কারা যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।

ঠিক কবে এবং কিভাবে দীঘিটি ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়, সে কথা জানা যায় না। তবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরের পর অর্থাভাবেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক দীঘিটির সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। ১৯৭৩ সালে দীঘিটি সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার নয় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। পুষ্করিণী সংস্কার বিভাগ থেকে দীঘির মালিককে ৩ ধারায় নোটিশও দেওয়া হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ ওই নোটিশের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়ে হাইকোরটের কাছ থেকে ইনজাংশন পেয়ে যান। সেই থেকে মামলাটি এখনও ঝুলে রয়েছে। পরে পুষ্করিণী সংস্কার দফতর থেকে সাগরদীঘি সংস্কারের স্বপক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দশটি মৌজার সেচের সম্ভাবনাময়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জনগণ জবাব চান

ধুলিয়ান, ২৮ নভেম্বর—ধুলিয়ান পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডে টাউন ক্লাব সংলগ্ন রাজ্য সরকারের এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং রিপোর্টার নামে অফিসার-বিহীন একটি অফিস রয়েছে। জনসাধারণ অভিযোগ এনেছেন, ১৯৭১ সাল হতে উক্ত অফিস কোনোদিন খোলা থাকে না। ক্লাব কর্তৃপক্ষ রাজ্যের বিভাগীয় প্রধান দপ্তরে গত ১১ জানুয়ারী তারিখে বিস্তারিতভাবে জানালে গত ২২ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের নির্দেশে জঙ্গিপুর মহকুমার ইন্সপেকটর অফ রিলিফ দীপক ভৌমিক সরজমিন তদন্তে এসে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হন। তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন ধুলিয়ানের আর এস পি নেতা নন্দলাল সরকার।

পুলিশ কর্মচারীদের সভা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ নভেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে আজ জঙ্গিপুর এমারজেনসি ফোরস লাইন প্রাঙ্গণে পুলিশ কর্মচারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ কর্মচারীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ নিয়ে এই সভায় বক্তব্য রাখা হয় এবং পঞ্চানন মণ্ডলকে সভাপতি ও অজিতকুমার সাহাকে সম্পাদক করে মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়। জেলা সংগঠন সম্পাদক আবুল বাসার এ খবর দেন।

গ্রন্থাগার পরিষদ সম্মেলন

১৮ নভেম্বর—জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজ গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার ৪র্থ বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ দত্ত, জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কলেজ, বিদ্যালয়, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের বহু প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও বক্তব্য উপস্থাপনে সম্মেলনটি সার্থক হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং অব্যবস্থার প্রতি অনেক বক্তাই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্মেলনের শেষে জেলার প্রতিটি মহকুমা হতে প্রতিনিধি নিয়ে আগামী বৎসর এর জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

তদন্ত নিষ্প্রয়োজন

ধুলিয়ান, ২৮ নভেম্বর—গত ৯ নভেম্বর রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষৎ এর আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ট্রানসফরমার সমসেরগঞ্জ ব্লক কৃষিক্ষেত্র থেকে উধাও হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। সমসেরগঞ্জ থানায় ১০ নভেম্বর ডায়েরী হওয়া সত্ত্বেও কোনো তদন্ত হয়নি বলে প্রকাশ। এই ঘটনা ছাড়াও থানা এলাকায় একদল দুষ্কৃতকারী বিদ্যুৎ খুঁটি থেকে তার কেটে নিচ্ছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ নাকি কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। থানার মেজ দারোগা ১৫ নভেম্বর তদন্তে যাবেন বলে বিদ্যুৎ অফিসার ডেকে পাঠান; কিন্তু অজুহাত দেখিয়ে সেদিনও তদন্তে যাননি বলে বিদ্যুৎ অফিস থেকে জানা গেছে।

যতীন্দ্রমোহন জন্ম-জয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর—গতকাল দেশবন্ধু-যতীনদাস জঙ্গিপুর মহকুমা গ্রন্থাগারে ভাবগম্ভীর পরিবেশে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ১০১তম জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়। পৌরোহিত্য করেন জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। ওই দিন সন্ধ্যায় মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব ভবনে কবির জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

সর্পাঘাতে মহিলার মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর—এই থানার সাদিকপুর গ্রামের রঘুনাথ সাহার সহধর্মিণী সুমিত্রা সাহা গতকাল সর্পদষ্ট হয়ে মারা গেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

শিশুবর্ষ উদযাপিত

মিরজাপুর, ১৮ নভেম্বর—তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্যাপন আজ শেষ হয়। মহকুমাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে গল্প, কবিতা, রচনা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, যোগাসন, খেলাধুলা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন জেলা শাসক অশোক গুপ্ত, জেলা শারীর শিক্ষা ও যুবকল্যাণ আধিকারিক অধীর ঘোষ, মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

গত ২১ নভেম্বর '৭৯ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত "জব এ্যাসিষ্ট্যান্ট" নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে Annexture A এর দর্শিত মতে অবিকল দরখাস্ত না করিলে দরখাস্ত বাতিল হইবে বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জানান যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী বিজ্ঞাপনের নিয়মকানুন অনুযায়ী দরখাস্ত করিলে তাহা বিবেচিত হইবে। Annexture A এর মতে দরখাস্ত না করিলেও চলিবে।

স্বাঃ সুনীল চ্যাটার্জী
বি ডি ও, সাগরদীঘি
আহ্বায়ক, সাগরদীঘি ব্লক পর্যায়
নির্বাচন কমিটি
পোঃ সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ

জালিয়াত গ্রেফতার

ধুলিয়ান, ২৮ নভেম্বর—১৬ নভেম্বর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ধুলিয়ান শাখার ৩৩৯৮ নম্বর পাস বইয়ে কুড়ি হাজার পাঁচ টাকা কারচুপির অভিযোগে সাগরদীঘি থানার খোদাবক্স ও রঘুনাথগঞ্জ থানার নজরুল ইসলাম নামে দুই যুবককে সামসেরগঞ্জ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। একজনের কাছ থেকে নগদ দশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, খোদাবক্স ১৫ নভেম্বর পাঁচ টাকার একটি পাসবই খোলেন। সেই বইয়ে কুড়ি হাজার টাকা লিখে উপযুক্ত ফর্মে সাত হাজার টাকা ফেরত নেওয়া জন্য আবেদন জানান। ব্যাঙ্ক কর্মচারীর খাতাকলমে পাঁচ টাকা জমা দেখে সন্দেহ করে তাঁকে আটক করেন। খবর পেয়ে পুলিশ আসে এবং তাঁদের গ্রেফতার করে।

বসত বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে সদর রাস্তার উপর (মুন্দ্রা বস্ত্রালয়ের সম্মুখে) তিন শতক জায়গার মধ্যে একটি দোতলা দালান বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ
C/o. শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
সাহেববাজার
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

১৩৮৬ সালের দরবেশপাড়া বারোয়ারী ৺রী পূজা কমিটির ৺শ্রীশ্রীদুর্গামাতা ও ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমাতার পূজার আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব

মোট চাঁদা আদায়ের পরিমাণ— ২৫৭৫.৫০

ব্যয়—

(১)	প্রতিমার পাট তৈয়ারী বাবদ খরচ—	টাকা ৭১.৮৮
(২)	প্রতিমা তৈয়ারী বাবদ খরচ—	টাকা ৪০১.০০
(৩)	মণ্ডপ মেরামত খরচ—	টাকা ৭৩.৭৮
(৪)	৺শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজার খরচ—	টাকা ১০৩৭.৮২
(৫)	৺শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন খরচ—	টাকা ১২৪.৮২
(৬)	৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমাতা পূজা ও নিরঞ্জন খরচ—	টাকা ১৭৬.০২
(৭)	বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা বাবদ খরচ—	টাকা ১৪০.০০
	মোট খরচ—	২০২৫.৩২

মোট জমা— টাকা ২৫৭৫.৫০

মোট খরচ— টাকা ২০২৫.৩২

মোট উদ্বৃত্ত টাকা ৫৫০.১৮

ইহা ছাড়া হিসাব পত্রিকায় প্রকাশ এবং উদ্বৃত্ত টাকা কি কাজে ব্যয় হইবে তাহা প্রচারের জন্য ঢোলাই দিয়া যে সাধারণ সভা ডাকা হইবে তাহার খরচ ইহার সহিত যুক্ত হইবে।

দরবেশপাড়া বারোয়ারী ৺পূজা কমিটির পক্ষে—
নিমাই সেনগুপ্ত ও প্রভাত ব্যানার্জী, যুগ্ম-সম্পাদক
জয়গোপাল দত্ত, কোষাধ্যক্ষ

সাংবাদিক গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পয়সা থেকে বাড়িয়ে এক টাকা করার দাবি জানালে চালওয়ালারা নিজেরাই বস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কুলি-মজুরেরা বাধা দেন। চালের আড়তদারেরা ধর্মঘট করেন। উত্তেজনা বাড়ে। পুলিশ আসে। ওই সময় 'জনমত' পত্রিকার সংবাদদাতা ফকরুল ইসলাম কুলি মজদুরদের হয়ে কথা বলতে থাকলে ২৭ জন মজদুরসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বল্লালপুরে সেতু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এখানে সেতু তৈরীর দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। ফীডার ক্যানেল খননের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ সংযোগ সেতু তৈরীর দাবি করে আসছিলেন তখন থেকে। এখন তাঁদের দাবি প্রত্যক্ষভাবে পূরণ করা না হলেও পরোক্ষভাবে পূরণ হতে চলেছে।

বিদেশিনী স্ত্রীর নাম বাদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাভ করতে পারেন। আর একটি খবরে জানা যায়, ডাঃ হক এই রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে পুনর্বিচারের জন্য আবেদন জানান জেলা শাসকের কাছে। জেলা শাসক সাগরদীঘির বিডিওর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করলে বিডিও একই উত্তর দেন যে, মহঃ বদরুদ্দোজার ভারতীয় নাগরিকত্ব বৈধ। জানা গেছে ডাঃ হক এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বিষয়টি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্যামলাল সাকদের পর্যন্ত গড়াতে পারে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা শাসক জানান, দু'বছরে মহকুমায় ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বেড়েছে।

বর্ধিষ্ণু গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু হৃদয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমির তালিকা এবং বর্তমানে যে সমস্ত জমি দীঘি থেকে সেচের জল পায় তার নথিপত্র আদালতে দাখিল করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি ব্লকের সাগরদীঘি মৌজায় ৯৯২ দাগে দীঘিটি অবস্থিত। মোট জলাশয়ের পরিমাণ ৮১-৬০ একর অর্থাৎ প্রায় ২৪৫ বিঘা। পুষ্করিণী সংস্কার দফতরের হিসাব অনুযায়ী দীঘিটি সংস্কার করা হলে দশটী মৌজার ১৪৫৪-৬৫ একর আবাদী জমি সেচের জল পাবে। সেচসেবিত হবে ব্রাহ্মণীগ্রাম মৌজার ৪২২-৯৬ একর, রতনপুর মৌজার ২০৭-০২ একর, গোপাড়া মৌজার ৫৭-৮৪ একর, জানবন্ধা মৌজার ২১৬-২৩ একর, চন্দনবাটী মৌজার ২২-৭২ একর, সন্তোষপুর মৌজার ৪৮-৬৩ একর, বেরগ্রাম মৌজার ২৩৩-১৭ একর, সাগরদীঘি মৌজার ২২-১০ একর, ডাংরাইল মৌজার ৫৪-৮৭ একর এবং ইমামনগর মৌজার ১৭৯-১১ একর। বছরে তিনবার ফসল ফলবে। এলাকার বহু পতিত জমিতে সোনা ফলবে। অভাবী চাষার দুঃখ ঘুচবে। মাছের চাষ হবে। শোনা যায়, এক সময় এই দীঘিতে এত বড় বড় মাছ ছিল যে, একজন গ্রামবাসী মাছের কানকা দিয়ে দাঁড়িপাল্লা তৈরী করেছিলেন। সরকারী পরিসংখ্যান বলছে : মালদহ জেলার সাগরদীঘি (মালদহ জেলাতেও সাগরদীঘি নামে এক জলাশয় আছে। কোচবিহার জেলাতেও একই নামে একটি দীঘি আছে) ফারমের মাছ বিক্রি করে ১৯৭৭-৭৮ সালে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা লাভ হয়েছে। সরকার পরিচালিত উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় মাছ চাষের এই ফার্মে প্রতি বছর বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ৫০ জনকে মৎস্য চাষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা মাসে ১০০ টাকা করে বৃত্তি পায়। বর্তমানে সাগর দীঘিতে ২৫ লক্ষ টাকার মাছ মজুত আছে। মালদহের সাগরদীঘি ফারমের মতো মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘিকেও সরকারী প্রচেষ্টায় একটি ফারমে পরিণত করা যায়। আর তা যদি হয়, তবে সেচকর ও জলকর থেকে রাজ্য সরকারের কোষাগারে বছর বছর বহু টাকা সঞ্চিত হবে। তবে এই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে সাগরদীঘি অধিগ্রহণ ছাড়া সরকারের গত্যন্তর নাই। অন্ততঃ ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের তাগিদে দীঘিটি অধিগ্রহণ করা উচিত। তবেই রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অমর কীর্তিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। বর্ধিষ্ণু গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু হৃদয় চিরতরে স্তব্ধ হওয়ার আগে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

১৯৭৭ সালে ভোটার ছিলেন ৩,৮৮,১৫৯ জন; ১৯৭৯ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৭৮,৬৭৬ জন। ১৯৭৭-এ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র (পোলিং বুথ) ছিল ৩৭১টি; এবার ১৮৪টি বেড়ে হয়েছে ৫৫৫টি।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা
নিউ দিল্লী

Godrej

"The quality is never an accident. But it is always the result of an important efforts"

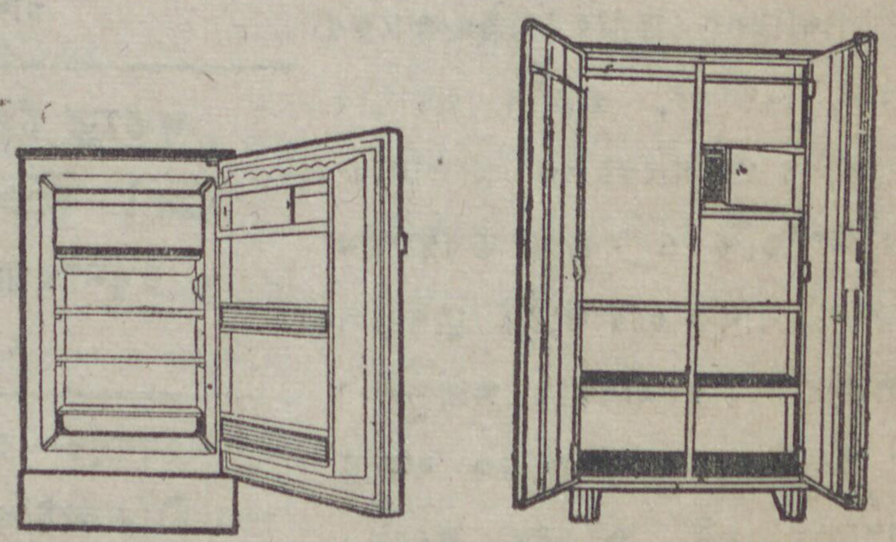

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।